

চার্বাক দর্শন (Cārvāka Philosophy):
DR. DIBAKAR MANNA,
ASSISTANT PROFESSOR,
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE

চার্বাক কর্তৃক অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন (Refutation of anumana):

চার্বাক ভিন্ন অপরাপর দার্শনিকরা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। জানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে অজানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায় যার মাধ্যমে তার নাম অনুমান। যেমন, পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে সেখানে আগুন আছে – এই প্রকার জ্ঞানই অনুমান। পাহাড়ে ধোঁয়া জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু পাহাড়ে আগুনের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়। ধোঁয়া থেকে আগুনের জ্ঞান হওয়ার নাম অনুমান। অনুমান জ্ঞানের মেরুদণ্ড হ'ল ব্যাপ্তি জ্ঞান। হেতু ও সাধ্যের সহচার জ্ঞানকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। প্রত্যেক অনুমানে পক্ষ, সাধ্য ও হেতু থাকে। অনুমানের আশ্রয় অর্থাৎ যেখানে অনুমান করা হয় তাকে পক্ষ বলে। যার অনুমান করা হয় তাকে সাধ্য বলে। আর যার ভিত্তিতে অনুমান করা হয় তাকে হেতু বলে। উপরের দৃষ্টান্তে পর্বত পক্ষ, বহি সাধ্য এবং ধূম হেতু। যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে বহি থাকে এই প্রকার ব্যতিক্রমহীন সহচারজ্ঞানকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। আবার যেখানে যেখানে বহির অভাব থাকে, সেখানে সেখানে ধূমের অভাব থাকে –এই প্রকার ব্যতিক্রমহীন সহচার জ্ঞানও ব্যাপ্তি জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ। অন্যভাবে বলা যায়, সহচার জ্ঞান দুরকম হতে পারে – অস্বয় সহচার ও ব্যতিরেক সহচার। হেতু ও সাধ্যের ব্যতিক্রমহীন সহাবস্থানের নাম অস্বয় সহচার। আর সাধ্যাভাব ও হেতুভাবের ব্যতিক্রমহীন সহাবস্থানের নাম ব্যতিরেক সহচার। এই অস্বয় সহচারমূলক ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যতিরেক সহচারমূলক ব্যাপ্তিজ্ঞান থেকে অনুমিতি রূপ প্রমা উৎপন্ন হয়। আর এই অনুমিতি প্রমার করণকে অনুমান প্রমাণ বলা হয়।

অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনে চার্বাকদের যুক্তি: ব্যাপ্তি জ্ঞানকে আমরা কিভাবে জানতে পারি ? ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় না। প্রত্যক্ষের গাঞ্জী নির্দিষ্ট ও সীমিত। আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সকল ধূমবান বস্তুই বহিমান কিংবা সকল বহুভাবিশিষ্ট বস্তুই ধূমাভাববিশিষ্ট –এই প্রকার প্রত্যক্ষ কখনই সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষের

দ্বারা কোন কোন ধূমবান বস্তু বহিমান একথা জানা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষের দ্বারা সকল ধূম ও সকল বহিকে জানা সম্ভব নয়। কাজেই, প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তি নিশ্চয় হতে পারে না। আর ব্যাপ্তি নিশ্চয় না হলে অনুমানেরও প্রামাণ্য থাকে না।

চার্বাক আরও বলেন যে , ব্যাপ্তি জ্ঞানটি অপর অনুমানের দ্বারাও নিশ্চয় করা যায়। কেননা, প্রথম অনুমানের ব্যাপ্তি নিশ্চয় করার জন্য যদি দ্বিতীয় আর একটি অনুমান স্বীকার করা হয়, তবে দ্বিতীয় অনুমানের ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের জন্য তৃতীয় আর একটি অনুমান স্বীকার করতে হবে এবং তৃতীয় অনুমানের ব্যাপ্তিগ্রহের জন্য চতুর্থ আর একটি অনুমান স্বীকার করতে হবে। ফলে অনবস্থা দেখা দেবে। কাজেই, অনুমানের দ্বারাও ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। তাছাড়া অনুমানকে প্রমাণ বলা যায় না। অনুমানলব্ধ জ্ঞান কখনও সত্য হতে পারে , আবার কখনও মিথ্যা হতে পারে। আকাশে মেঘ দেখে অনুমান করলাম বৃষ্টি হবে। এই অনুমানটি সব সময় সত্য হয় না। কখনো মেঘের পর বৃষ্টি হ'ল না এমনও দেখা যায়। ফলে অনুমানটি ভ্রান্ত হল। তাই অনুমানলব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত বা সংশয়মুক্ত না হওয়ায় প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না।

শব্দ প্রমাণের দ্বারাও ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। চার্বাকরা বেদের প্রামাণ্য মানেন না। তাদের মতে, বেদ ভণ্ড ধূর্ত ও নিশাচর ব্যক্তির রচনা। কাজেই, বেদবাক্য বা শাস্ত্র বাক্য প্রমাণ হতে পারে না। ফলে শব্দ প্রমাণের দ্বারাও ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। তাছাড়া, শব্দের প্রামাণ্যও প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় হয় না। অনুমানের নিজেরই প্রামাণ্য নেই। কাজেই, অনুমানের উপর নির্ভর করে শব্দ প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা উপপাদন করা যায় না। বেদের মধ্যে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জন্মান্তর ইত্যাদির কথা আছে তা প্রত্যক্ষের দ্বারা পাওয়া যায় না। ফলে শব্দ নিজেই প্রমাণ বলে গণ্য হতে লাগে না।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, অনুমানের বিরুদ্ধে আনীত চার্বাকের অভিযোগ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। নৈয়ায়িকরা ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উপায়ের কথা বলেছেন। যেমন, অস্বয় সহচার দর্শন, ব্যতিরেক সহচার দর্শন, ব্যভিচারের (অস্বয় বা ব্যতিরেক) অদর্শন, উপাধিনিরাশ, তর্ক এবং সামান্যলক্ষণা প্রত্যক্ষ। হেতু থাকলে সাধ্য থাকে এই প্রকার হেতু ও সাধ্যের সহাবস্থান ভূয়োদর্শনের সাহায্যে নির্ণয় করার নাম অস্বয় সহচার দর্শন। সাধ্যের অভাব থাকলে হেতুর অভাব থাকে এইপ্রকার সাধ্যাভাব ও হেতুভাবে সহাবস্থান ভূয়োদর্শনের সাহায্যে নির্ণয় করার নাম ব্যতিরেক সহচার দর্শন। সহচারের ন্যায় ব্যভিচারও দু'রকম হতে পারে- অস্বয় ব্যভিচার ও ব্যতিরেক ব্যভিচার। হেতু আছে অথচ সাধ্য নাই - এইপ্রকার দর্শনের নাম অস্বয়

ব্যভিচার দর্শন। ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এইপ্রকার ব্যভিচারের অদর্শন থাকা চাই। আবার সাধ্য নাই অথচ হেতু আছে – এই প্রকার দর্শনের নাম ব্যতিরেক ব্যভিচার দর্শন। ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এইপ্রকার ব্যভিচারেরও অদর্শন থাকা চাই। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সহচার সম্বন্ধ অনেক স্থলে থাকলেও উপাধির অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চয় থাকতে হবে। যা সাধ্যের সঙ্গে থাকে, কিন্তু হেতুর সঙ্গে থাকে না তাকে উপাধি বলে। যেমন, আর্দ্র ইন্ধন বহির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধূম উৎপন্ন করে, কিন্তু আর্দ্র ইন্ধন বহির সঙ্গে যুক্ত না হলে ধূম উৎপন্ন করতে পারে না। বহি উপাধিযুক্ত হওয়ায় বহি ধূমের মধ্যে কোন ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এক কথায় উপাধি ব্যাপ্তিগ্রহকে নষ্ট করে বলে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সম্বন্ধকে উপাধিমুক্ত করতে হবে। তাই বহি ও ধূমের মধ্যে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা না গেলেও ধূম-বহির মধ্যে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা নেই। তর্কের দ্বারাও ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তর্ক একপ্রকার আপত্তিমূলক জ্ঞান। ধূম যদি বহি থেকে উৎপন্ন না হয় তাহলে ধূম বহিজন্য একথা বলা যাবে না। অথচ বহি থেকে ধূম উৎপন্ন হতে আমরা সকলেই দেখে থাকি। কাজেই ধূম বহি থেকে উৎপন্ন হয় একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য নৈয়ায়িকরা সামান্যলক্ষণা প্রত্যক্ষের কথাও বলে থাকেন। একটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করার পর আমরা ঐ ব্যক্তিতে অবস্থিত জাতির প্রত্যক্ষ করে থাকি। ঐ জাতির প্রত্যক্ষ থেকে আমরা ঐ জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। এই প্রকার প্রত্যক্ষকে সামান্যলক্ষণা প্রত্যক্ষ বলে। এই সামান্যলক্ষণা প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা ধূম ব্যক্তির প্রত্যক্ষ থেকে ধূমত্বজাতির প্রত্যক্ষ করি। আবার ঐ সামান্য ধূমত্ব থেকে নিখিল ধূমের প্রত্যক্ষ করে থাকি। অনুরূপভাবে বহি – ব্যক্তির প্রত্যক্ষ থেকে বহিত্ব জাতির প্রত্যক্ষের মাধ্যমে নিখিল বহির প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। এইভাবে সকল ধূমবান বস্তুই যে বহিমান তা আমরা সামান্যলক্ষণা প্রত্যক্ষের সাহায্যে নিশ্চয় করতে পারি।

জৈন দার্শনিকেরাও চার্বাক মত খণ্ডন করেছেন। চার্বাকরা যে প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলেন তার অনুকূলে কোন যুক্তি আছে কি না জৈনরা প্রশ্ন করেন। যদি প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ স্বীকার করার জন্য চার্বাকরা কোন যুক্তির উপস্থাপনা না করে তাহলে তাদের মত গ্রাহ্য হতে পারে না। কেননা যে মত যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তা মানা যায়। আর যদি চার্বাকরা স্বমতের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করে তাহলে অবশ্যই তাদের অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। যেমন, প্রত্যক্ষই একমাত্র গ্রহণযোগ্য কারণ প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত। জৈনমতে এটি একটি প্রচ্ছন্ন অনুমান। চার্বাকের যুক্তিটিকে অনুমানের আকারে সাজালে দাঁড়াবে:

যা অভ্রান্ত জ্ঞান দেয় তা গ্রহণযোগ্য

প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত জ্ঞান দেয়

অতএব, প্রত্যক্ষ গ্রহণযোগ্য।

তাছাড়া জৈনরা বলেন যে, প্রত্যক্ষ যে সব সময় অভ্রান্ত হবে একথা বলা যায় না। অন্ধকার রাতে দড়িতে সাপ দেখা একটা সুপরিচিত ঘটনা। চলন্ত রেলগাড়ীতে বসে নিকটবর্তী পোষ্টগুলো বিপরীত দিকে ধাবিত হওয়ার ঘটনা কে অস্বীকার করবে। অথচ এ প্রত্যক্ষ যে যথার্থ নয় তা সকলকেই মানতে হবে। তাই প্রত্যক্ষ মাত্রেরই অভ্রান্ত এবং সেকারণে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ তা স্বীকার করা যায় না।

উদয়নাচার্যও তাঁর 'ন্যায়কুসুমাজলী' গ্রন্থে চার্বাক মতের খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেছেন : কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করলে তাঁর স্ত্রী বৈধব্য পালন করেন না কেন ? প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হয় তাহলে প্রোষিতভৃত্যকার বৈধব্য পালন করা উচিত। কেননা তাঁর স্ত্রী তো তাঁর স্বামীকে প্রত্যক্ষ করেন না। যদি চার্বাক বলেন স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পত্র পান। তাই বৈধব্য পালন করার প্রশ্ন ওঠে না। উন্নয়ন প্রত্নতত্ত্বের বলেন, চিঠিপত্র যে স্বামীর জীবদ্দশার সূচনা করে তা অনুমানের দ্বারাই জানতে পারা যায়।